দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৩১.৪.৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

তিন বছরে একটি প্রাইমারী স্কুল : ছাত্র বেড়েছে দেড় লাখ

।। হাসান হাফিজ ।।

গত তিন বছরে সারা দেশে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র একটি। কিন্তু তিন বছরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে এক লাখ ৫৭ হাজার পাঁচশ ৭৯ জন। শিক্ষক বেড়েছে মাত্র ২৮০ জন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

১৯৮১ সালে দেশে প্রাইমারী স্কুল ছিল ৪৪ হাজার ২৭টি। ১৯৮২ সালে স্কুলের সংখ্যা একটি বেড়েছে। ৮২ থেকে ৮৩ সালে নতুন কোন প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

প্রাইমারী পর্যায়ে ছাত্রের চাইতে ছাত্রীর সংখ্যা অধিক

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ এ দ্রঃ)

দেড় লাখ

(১ম পৃঃ পর)

বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৮১ সালে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৪৯ লাখ ৫২ হাজার ছয় শ ২৬ জন। ১৯৮২তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ লাখে। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে এই সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

অন্যদিকে, ১৯৮১ সালে প্রাইমারী স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৩ লাখ ৩৯ হাজার সাত শ ৯৫। ৮২ সালে ছিল ৩৪ লাখ। তার পরের বছর মোটামুটি উল্লেখযোগ্য হারে ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৮৩ সালে সারা দেশে প্রাইমারী স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৪ লাখ ৫০ হাজার।

জাতীয়করণ করার ক্ষেত্রেও প্রাথমিক স্কুলগুলো অবহেলিত। দেশের মাত্র ছয়টি প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ করা হচ্ছে। অথচ শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারের লক্ষ্যে এই পর্যায়ে আরো অগ্রাধিকার ও মনোনিবেশ দেয়ার কথা।

প্রাথমিক স্কুল মাত্র ছয়টি জাতীয়করণের উদ্যোগ নেয়া হলেও কলেজ পর্যায়ে অতিমাত্রায় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একই সময়ে কলেজ জাতীয়করণের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে ২৭টির।

পর্যবেক্ষক মহলের মতে শিক্ষার যথাযথ উন্নয়ন ও প্রসারের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে রাজনৈতিক কারণ এক্ষেত্রে বেশী কার্যকর।

যেমন মানিকগঞ্জে একটি সরকারী কলেজ থাকা সত্ত্বেও পার্শ্ববর্তী ধামরাই এবং সাভারে দুটি কলেজ জাতীয়করণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।